দৈনিক সংবাদ

271

তারিখ ... DEC. 12 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

১৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

এরশাদ গোলাম আযম ছাড়া সব দলের নেতা আমন্ত্রণ পাবেন

কৈলাস সরকার ॥ আগামী ১৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জাপা প্রধান এরশাদ ও জামাতের আমির গোলাম আযম আমন্ত্রণ পাচ্ছেন না। তবে এ দুজন ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান ও নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া যাতে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সে জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ, কে আজাদ চৌধুরী নিজে তার সাথে দেখা করে আমন্ত্রণ জানাবেন। ইতোমধ্যে বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাথে উপাচার্যের যোগাযোগ হয়েছে। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

এদিকে, দীর্ঘ ৩০ বছর পর অনুষ্ঠেয় সাধারণ সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে এখন সাজসাজ রব। প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে।

এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ডক্টর অফ ল' এবং বাঙালি দ্বিতীয় নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনকে 'ডক্টর অফ সায়েন্স' ডিগ্রি দেয়া হবে। চ্যান্সেলর হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের 'সমাবর্তন বক্তা' হিসেবে বাংলাদেশে আসবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠানে একযোগে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও একজন নোবেল বিজয়ীর আগমন এবারই প্রথম। **সমাবর্তন ঃ** পৃঃ ১১ কঃ ৮

সমাবর্তন ঃ আমন্ত্রণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এছাড়াও এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান, নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রী, সচিব, কূটনীতিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা-সমূহের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

দীর্ঘ ৩০ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ৪০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে বিভিন্ন সরকার ও উপাচার্যের আমলে সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া হলেও তা সম্ভব হয়নি। জানা গেছে, সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর হিসেবে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি থাকতে হয়; কিন্তু গত ৩০ বছরের মধ্যে কোন রাষ্ট্রপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেতে পারেননি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা ছিল সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য; কিন্তু তার আগের রাতেই তিনি আততায়ীর গুলিতে সপরিবারে নিহত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে। এর পরবর্তী সময়ের চ্যান্সেলরদের (রাষ্ট্রপতি) গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে তারা কেউ ক্যাম্পাসে যেতে পারেননি। অবশ্য এ সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ কোন ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা ডিগ্রি দেয়ার জন্য। তবে সে সময় কোন রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানের ক্যাম্পাসে যাওয়া হয়নি। সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই এখন ব্যস্ত। ক্যাম্পাস এলাকার বিভিন্ন স্থানে সমাবর্তন উপলক্ষে ব্যানার, প্লাকার্ড, ফেস্টুন টানানো হয়েছে। রঙ করা, ধোয়ামোছা চলছে, সাজসজ্জা চলছে।

সূত্র জানায়, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আগত বা আমন্ত্রিতদের নিয়ে যাতে কোন বিতর্কের সৃষ্টি না হয় এ জন্য এরশাদ ও গোলাম আযমকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না। তবে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

এ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী 'সংবাদ'কে জানান, সমাবর্তনের আয়োজন নিয়ে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার এখন ভীষণ ব্যস্ত। তিনি জানান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানসহ নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রী, কূটনীতিক, সচিব, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

উপাচার্য জানান, বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। ইতোমধ্যে বিএনপির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। উপাচার্য জানান, বেগম খালেদা জিয়াকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তিনি নিজেই বেগম জিয়ার সাথে দেখা করবেন। এরশাদ ও গোলাম আযমের ব্যাপারে তিনি কোন মন্তব্য করেননি।